Existential Import সাত্বিক ব্যাঞ্জনা

কোন বচনের সাত্তিক ব্যাঞ্জনা করার অর্থ বচনটির দ্বারা কোন নির্দিষ্ট জাতীর বস্তুসমুহের অস্তিত্ব ঘোষণা করা।

কোন কোন ছাত্র হয় ভালো। ।

অন্তত একজন ছাত্র হয় ভালো।

কোন কোন ছাত্র নয় ভালো। O

অন্তত একজন ছাত্র আছে যে ভালো নয়।

- ➔ উদ্দেশ্য পদ যে শ্রেণী নির্দেশ করে, সেটি শূন্যগর্ভ নয়।

সেই ক্ষেত্রে গতানুগতিক বিরোধ চতুষ্কোণ অনুসারে A এবং E বচনের সাত্তিক ব্যাঞ্জনা স্বীকার করতে হয় কেননা অসম বিরোধিতার নিয়ম আছে।

কিন্তু যদি A এবং O বচনের সাত্তিক ব্যাঞ্জনা স্বীকার করা হয়, তাহলে উভয়ই একসঙ্গে মিথ্যা হতে পারে।

"সকল পক্ষীরাজ ঘোড়া হয় চতুষ্পদী" ও "কোন কোন পক্ষীরাজ ঘোড়া নয় চতুষ্পদী"।

পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে এবং অ-চতুস্পদী পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই।

অন্তত একটি পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে যে চতুষ্পদী নয়।

সেই ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিরুদ্ধ বিরোধিতার কথা আর বলা যাবে না।

বুলীয় ভাষ্য –সামান্য বচনদের সাত্তিক ব্যাঞ্জনা নেই।

S পদ দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর যদি কোন সদস্য না থাকে (শূন্যগর্ভ),তাহলে S = O;

অন্যথা $S \neq O$.

গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে

"সকল মানুষ হয় মরণশীল" মানে→ মানুষ আছে এবং অমরণশীল মানুষ নেই।

আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে

"সকল মানুষ হয় মরণশীল" মানে → যদি কোন মানুষ থাকে, তাহলে সে অবশ্যই মরণশীল হবে।

"কোন মানুষ নয় পূর্ণ" মানে→ যদি কোন মানুষ থাকে, তাহলে সে পুর্ণ হতে পারে না।

আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচনকে তিনভাগে ভাগ করা হয়-

সামান্য বচনের সার্বিকতা আছে, কিন্তু সাত্তিকতা নেই;

বিশেষ বচনের সাত্তিকতা আছে, কিন্তু সার্বিকতা নেই;

বিশিষ্ট বচনের সার্বিকতা আছে, সাত্তিকতাও আছে।

কিন্তু গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে বিশিষ্ট বচনকে সামান্য বচনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সামান্য বা সার্বিক বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা কেন স্বীকার করা হয় না?

সামান্য বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা স্বীকার করলে যে বচনকে যুক্তিবিজ্ঞানী নির্বিশেষে সকলেই সত্য বলে মেনে নেন সেই বচন মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।

সকল কুকুর হয় চতুস্পদ। → এর বাস্তব সত্যতা আছে।

যখন/ যদি ভবিষ্যতে কুকুর বিলুপ্ত হয়ে যাবে/ যায়, তখনও এই বচনটি সত্য।

কিন্তু যদি এই বচনের সাত্তিকতা মেনে নি, তখন কিন্তু সেই সময়ে বচনটির সত্যতা দাবি করতে পারব না কেননা—

এর সমার্থক বচনটি→ কুকুর আছে এবং অ-চতুস্পদ কুকুর নেই।

মিথ্যা হয়ে যাবে।

কোন বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা আছে কি না→ বাস্তব ও সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতিই বিবেচনাসাপেক্ষ।

সামান্য বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা নেই,--এর মানে এই নয় যে এর উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ নির্দেশিত শ্রেণী শূন্যগর্ভ।

উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ নির্দেশিত শ্রেণী শূন্যগর্ভ হলে, বচনটির সমার্থক বচন হবে—

কুকুর নেই এবং অ-চতুষ্পদ কুকুর নেই।

যেহেতু এই বচনটি মিথ্যা, তাই মূল বচনটিও মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।

নিরপেক্ষ বচনের বুলীয় ভাষ্যঃ

১) আসলে, সামান্য বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনা নেই- মানে- এর উদ্দেশ্য পদ বা বিধেয় পদের সাত্তিকতার কোন ঘোষণা থাকে না।

সুধু এটুকুই দাবি করা হয়---

সামান্য সদর্থক নিরপেক্ষ বচনে → উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত শ্রেণী ও বিধেয় পদের পরিপূরক পদ নির্দেশিত শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত শ্রেণীটি শূন্যগর্ভ। S $\bar{P}$= O

সামান্য নঞর্থক নিরপেক্ষ বচনে → উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত শ্রেণী ও বিধেয় পদ নির্দেশিত শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত শ্রেণীটি শূন্যগর্ভ। S P= O

গতানুগতিক ভাষ্য

A— সকল S হয় P ←→ S ≠ O & S$\bar{P}$ = O

E – কোন S নয় P ←→ S ≠ O & SP = O

I – কোন কোন S হয় P ←→ SP ≠ O

O – কোন কোন S নয় P ←→ S$\bar{P}$ ≠ O

আধুনিক ভাষ্য

A— সকল S হয় P ←→ S$\bar{P}$ = O

E – কোন S নয় P ←→ SP = O

I – কোন কোন S হয় P ←→ SP ≠ O

O – কোন কোন S নয় P ←→ S$\bar{P}$ ≠ O

২) পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচনকে তিন ভাগ- সামান্য, বিশেষ, বিশিষ্ট।

সদর্থক কিংবা নঞর্থক যে কোন বিশিষ্ট বচনের সার্বিকতা এবং সাত্তিক ব্যঞ্জনা উভয়ই বিদ্যমান। এদেরকে সামান্য বা বিশেষ বচনে রূপান্তর করা ন্যায়সঙ্গত নয়। কেননা ঐ ধরণের বচনের চেয়ে বেশী তথ্য নিহিত থাকে বিশিষ্ট বচনেঃ

s হয় P কে যদি সকল S হয় P, এই সামান্য সদর্থক বচনের আকারে রূপান্তর করি তাহলে বিশিষ্ট বচনের সাত্তিক ব্যঞ্জনার হানি ঘটে।

s হয় P কে যদি কোন কোন S হয় P, এই বিশেষ সদর্থক বচনে রূপান্তর করি, তাহলে বিশিষ্ট বচনের সামান্য বা সার্বিক দিকটি পরিতক্ত হয়।

তাই আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানীদের মত-

s হয় P, এই বিশিষ্ট বচনের আদর্শ আকার হলঃ

সকল S হয় P এবং কোন কোন S হয় P.

অনুরূপভাবে, s নয় P, এই বিশিষ্ট বচনের আদর্শ আকার হলঃ

কোন S নয় P এবং কোন কোন S নয় P.

৩) আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে বিপরীত বিরোধিতা স্বীকৃত নয়।

যদি S শ্রেণী শূন্যগর্ভ হয়, তাহলে SP, $S\bar{P}$ ইত্যাদি শ্রেণীও শূন্যগর্ভ হবে কেননা SP আদি অন্যান্য শ্রেণী S শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সেক্ষেত্রে A ←→ $S\bar{P}$ = O এবং E ←→SP = O এই উভয় বচনই সত্য হবে। উদ্দেশ্য বিধেয় এক আছে এমন A এবং E বচন একসঙ্গে সত্য হওয়ায় তাদের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার কথা আর বলা যাবে না।

৪) আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে অধীন-বিপরীত বিরোধিতা স্বীকৃত নয়।

S যদি শুন্যগর্ভ হয়, তাহলে SP ≠ O এবং $S\bar{P} = 0$ এই বক্তব্যগুলি মিথ্যা হবে; অর্থাৎ । এবং O বচন একই সঙ্গে মিথ্যা হবে।

৫) আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে অসম বিরোধিতা স্বীকৃত নয়। বুলীয় ভাষ্য অনুসারে সামান্য বচন সত্য হলেও বিশেষ বচনটি মিথ্যা হতে পারে।

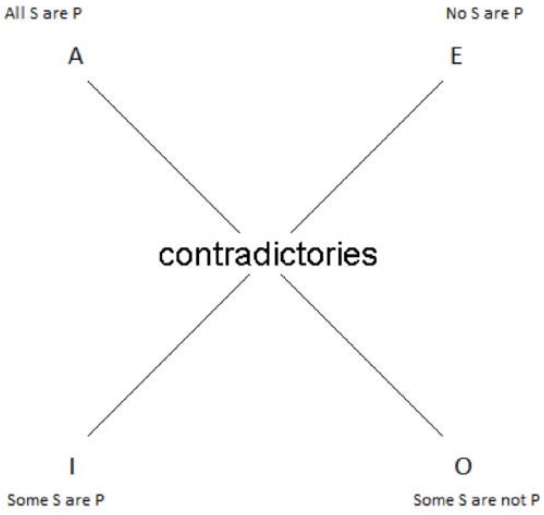

৬) আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে A বচনের সীমাবদ্ধ আবর্তন এবং E বচনের সীমাবদ্ধ সমবিবর্তন বৈধ নয়; কেননা দই ক্ষেত্রেই আশ্রয়বাক্য সামান্য বচন এবং সিদ্ধান্ত বিশেষ বচন হওয়ায় **অস্তিত্বমূলক দোষ** ঘটে।

৭) আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে FESAPO, DARAPTI, BRAMANTIP এবং FELAPTON বৈধ নয় কেননা এদের ক্ষেত্রে অস্তিত্বমূলক দোষ ঘটেছে।